সামাজিক উন্নয়ন

বাইবেল পাঠ

“ প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত,

কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন,

তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে,

বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে,

পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে

এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে”।

প্রারম্ভিক প্রার্থনা

প্রভু আমায় তোমার শান্তির দূত কর

যেখানে রয়েছে ঘৃণা আমি যেন ভালোবাসা দেখাতে পারি

যেখানে রয়েছে আঘাত সেখানে ক্ষমা

যেখানে রয়েছে সন্দেহ সেখানে বিশ্বাস

যেখানে রয়েছে হতাশা সেখানে আশা

যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো

যেখানে দুঃখ সেখানে আনন্দ

হে পরমেশ্বর আমি যেন বেশী কিছু না খুঁজি

যেখানে সান্তনার প্রয়োজন সেখানে সান্তনা দিতে পারি

যেখানে বোঝাপড়ার প্রয়োজন সেখানে বুঝতে পারি

যেখানে ভালবাসার প্রয়োজন সেখানে ভালবাসতে পারি

কারণ দানের মধ্যেই পাওয়ার আনন্দ রয়েছে

ক্ষমার মধ্য দিয়ে ক্ষমা পাওয়া যায়

এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন লাভ করা যায় ।

ভুমিকাঃ

খৃষ্টমণ্ডলী বহুবছর ধরে এক অখণ্ড এবং অনুমোদনযোগ্য উন্নতির বিষয়ের উপর কাজ করে চলেছে। নিজেদেরকে শিক্ষা প্রাঙ্গণে নিয়োজিত করেছে, স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়ক উন্নতিতে বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য এবং

নিম্নস্তরের মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। সঠিক ন্যায়বিচারের জন্য কর্ম এবং জগতের রুপান্তরের কাজে অংশগ্রহণ করার কর্ম মঙ্গলসমাচার প্রচারের একটি গঠনমূলক মাত্রা দান করেছে। খৃষ্টমণ্ডলীর বিশেষ কাজ মানব জাতির মুক্তির জন্য এবং যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য। (বিশ্বের বিচার ন্যায়পরায়নতাঃ বিশপগণের দ্বিতীয় সাধারণ সভা, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭১, পদসংখ্যা ৬)। এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খৃষ্টমণ্ডলী দরিদ্রের প্রতি যীশুর সহানুভূতি সম্পন্ন এবং ভালোবাসার মুখ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। বিবিধ উন্নতির বিষয় ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যাপারে আমরাও আমাদের নিয়োজিত করি কারাগারের সেবায় নিজেদের সময় ব্যয় করে।

দ্বিতীয় ভ্যাটিকান পরিষদের সামাজিক বিষয়ক প্রাথমিক নথিপত্র " গোউডীয়ুম এট স্পেস " "খৃষ্টমণ্ডলীর যাজকিয় বিঁধিসমুহ এবং আধুনিক পৃথিবী ", যাহা পরিষদের অন্যতম সম্পাদনা হিসাবে গণ্য হয়েছে। পূর্বের নথির স্বরূপ, ইহা বিশপগণের ভাবমূর্তি এবং সামাজিক সম্পর্ক এবং খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের কর্ম বিষয়ক বিস্তৃত স্থান দখল করে এবং এর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সারমর্ম হইল, এই নথি প্রত্যেকটি মানুষের প্রাথমিক মর্যাদার কথা নিশ্চিত করিয়া বলে এবং যাহারা যন্ত্রণা ভোগী এবং যাহারা যন্ত্রণা ভোগীদের সান্ত্বনা দেয়, আনন্দ এবং আশা জাগায় এই যুগের মানুষের দুঃখ ও দুশ্চিন্তায়, বিশেষভাবে যারা দরিদ্র এবং যে কোনো ভাবে পীড়িত তাহাদের সঙ্গে খৃষ্টমণ্ডলীর ঐক্যর কথা ঘোষণা করে। এইগুলি হল খৃষ্টবিশ্বাসীদের দুঃখ ও দুশ্চিন্তার আনন্দ এবং আশা। (G.S.1)

প্রথম পর্বঃ খৃষ্টমণ্ডলীর শিক্ষা

ক্যাথলিক সামাজিক শিক্ষা ক্যাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক শিক্ষাকে চূড়ান্ত কোড়েছে। আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে যে সকল মাত্রার মুখোমুখি হই এটা সে সকল বিষয়ে মঙ্গলসমাচারের আলো প্রদর্শন করার একটি প্রচেষ্টা। এটা একটি সঠিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পদমর্যাদা বাড়ায়, যা বাইবেল প্রত্যাদেশের ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান। খৃষ্টমণ্ডলীর পথপ্রদর্শকদের শিক্ষার উপর এবং খ্রিষ্টান জাতির সামাজিক বিষয়ের উপর প্রভাবীয় অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ ইতিহাস ব্যক্ত করে। খৃষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা হল মঙ্গলসমাচার প্রচারের একটি যুক্তিসম্মত হাতিয়ার।

পরবর্তী বিভাগে ক্যাথলিকদের সামাজিক শিক্ষার কিছু বিশিষ্ট অংশ স্পষ্টভাবে আলোকিত করার চেষ্টা চালান হয়েছে।

ক্যাথলিক সামাজিক শিক্ষার সাতটা মুল তত্ত্ব

১। মানব ব্যাক্তির জীবন ও মর্যাদাঃ

ক্যাথলিক সামাজিক চিন্তা ধারার ভিত্তি হইল একজন মানব ব্যাক্তির প্রকৃত জ্ঞান এবং তাহার মর্যাদা। সাধু দ্বিতীয় জন পল এর বাক্যে, ক্যাথলিক সামাজিক শিক্ষার ভিত্তি হইল ’ একজন মানব ব্যাক্তির সঠিক দৃস্তিভঙ্গি, তাহার দুর্লভ গুরুত্ব। এই কারণে পুরুষ ব্যক্তি......এই পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টি যাহা পরমেশ্বর নিজের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি করেছেন। পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি এবং প্রতিকৃতি পুরুষ ব্যাক্তির উপর অঙ্কিত করেছেন।(আদিপুস্তক ১;২৬), তার উপর অতুলনীয় মর্যাদা অর্পণ করেছেন। এই অর্থে ক্যাথলিক সামাজিক শিক্ষা একজন ব্যাক্তির মর্যাদার উপযুক্ত জ্ঞানের এবং তার নৈতিক ভাবার্থ স্পষ্টভাবে ব্যাক্ত করে প্রতিটি নাগরিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পোপমহোদয়গণ দ্বারা মানবধিকার এই ধারণা অধিগৃহীত হয়েছে। প্রভু পরমেশ্বরের সন্তান হেতু কিছু প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে অন্যদের দ্বারা ক্ষতির থেকে রক্ষ্যা পাওয়ার। নির্দিষ্ট ধরণের কিছু পরিচালনার যোগ্যতা রয়েছে l আসলে খৃষ্টমণ্ডলী মাতৃগর্ভ থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি নিরীহ মানুষের জীবনের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে বাধ্য। ভ্রুণহত্যার বিরোধিতা এবং স্বেচ্ছামৃত্যুর বিরোধিতা মানব মর্যাদাকে শ্রদ্ধা জানানোর খুব প্রয়োজনীয় বুনিয়াদ বিশেষত শিক্ষা, দারিদ্রতা এবং উদ্বাস্তু অভিবাসন।

এই ভিত্তিমূলক জীবনের অধিকারের উপর ভিত্তি করে, মানুষ অন্য সব অধিকারও উপভোগ করে। এখানে খৃষ্টমণ্ডলী অন্যান্যদের সাথে এক হয়ে মানুষের মর্যাদা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষণা করে। মানবীয় মর্যাদা সুরক্ষার জন্য জীবন, খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, অবকাশ, চিকিৎসার সুরক্ষা এবং মৌলিক শিক্ষা – এ সবই অপরিহার্য অংশবিশেশ। এই সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করা মানেই মানুষের মধ্যে একতা ও মানবীয় মর্যাদার অস্বীকার করা। প্রতিটি মানুষ বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষের মৌলিক অধিকারগুলির উন্নীত ও সুরক্ষার জন্য খৃষ্টমণ্ডলীর প্রাবক্তিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২। পরিবার ও সম্প্রদায়ে আহ্বান ও অংশগ্রহণঃ

অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমেই মানবীয় মর্যাদা স্বীকৃত, উন্নীত ও সুরক্ষিত হয়ে থাকে। প্রতিটি মানুষ একে অপরের ভ্রাতা ও ভগিনী এবং প্রেম ও ন্যায়ের সম্পর্কের মাধ্যমে সুস্থ মানবজীবনের বিকাশ ঘটে। প্রতিটি মানুষের একে অপরের সাথে যোগাযোগের ভিত্তি হল তার পরিবার। প্রতিটি মানুষ তার আগের বংশধরদের ও তাদের সমসাময়িক মানুষের কাছ থেকে অনেক অনুগ্রহ পেয়ে থাকে এবং এর ফলে তাদের প্রতি তার এক বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব থাকে। পরিবারগুলি সমাজের ভিত্তি। তাই পরিবারের প্রতি বিশেষ সাহায্য ও যত্ন নেওয়া উচিৎ। পবিত্র বিবাহ সংস্কার আজ বিভেদ, প্রেমের অভাব, আত্মপ্রেম, বহুবিবাহ, ভোগবিলাসিতা, অবৈধ গর্ভ নিরোধ, আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্তিক বিশৃঙ্খলতা এবং অত্যাধিক জনবসতি – এই সবের প্রভাবে জর্জরিত। (জি এস ৪৭ – ৫২)

প্রতিটি মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যা, মূল্যবোধ, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, উন্নতমূলক সুযোগ সুবিধা – এর মধ্যেই জন্মগ্রহণ করছে। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো সম্প্রদায়গত এবং ব্যাক্তিগত উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজন। এর মধ্যেই ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা গড়ে ওঠে। সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ব্যাক্তিগত অংশগ্রহণের সুযোগই মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায়।

৩। অধিকার ও দায়িত্বঃ

মানবীয় মর্যাদা আভ্যন্তরীণ পবিত্র মর্যাদা থেকে প্রবাহিত যা মানুষকে তার সম্প্রদায়ে সেবা করতে আহ্বান জানায়। সম্প্রদায়গুলি এবং শাসকবর্গের মাধ্যমে সে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষের মর্যাদার সম্মান দেওয়া ও রক্ষা করার দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের। মহামান্য পোপ মহোদয় ত্রয়োবিংশ যোহনের খৃষ্টমণ্ডলী বিষয়ক পত্র "পাচেম ইন তেরিস" এ খৃষ্টীয় সামাজিক ঐতিহ্য মানবীয় অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই পত্রে জীবনের অধিকার, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, ন্যায্য ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের দ্বারা কর্মসংস্থান, অবকাশ – এই সমস্ত মৌলিক মানবীয় চাহিদার কথা উল্লেখিত রয়েছে। এখানে বাক স্বাধীনতা, ধর্ম, সংস্থা, ভ্রমণ এবং সমাজে অংশগ্রহণ এই সব আইনি ও রাজনৈতিক অধিকারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই ইতিহাসের সময়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যেখানে পার্থিবকরণ পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলির শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের উপর এক্তি চাপ সৃষ্টি করে এবং এইভাবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এক সুবিশাল ফাঁক সৃষ্টি করছে।

খৃষ্টীয় সামাজিক চিন্তাধারার বৃহৎ দায়িত্বই মানবীয় অধিকারে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষের উন্নয়ন, তার অধিকার রক্ষা এবং মানবীয় পরিবারের সার্বিক কল্যাণ – এগুলির দায়িত্ব আমাদের সবার। প্রত্যেক মানুষ তার পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারী এবং তার সমসাময়িক মানুষদের কাছে সুযোগ সুবিধা পাবার উপযুক্ত। এর অর্থ হল এই যে, সমসাময়িক যুগের এবং আসন্ন যুগের মানুষদের জন্য ভালো কিছু করার দায়িত্ব সবার। (মাতের এত ম্যাজিস্ত্রা, সবার আর্থিক উন্নতি)। এই মউলিক দায়িত্ব সমাজের প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি সংস্থার অংশগ্রহণ পরিচালিত করে।

৪। শান্তি ও দরিদ্রসেবাঃ

দরিদ্রের জন্য কিছু করার ইচ্ছা প্রতিটি বর্তমান যুগের খৃষ্টভক্তের কাছে চ্যালেঞ্জের বিষয় এবং তাদের প্রত্যেককে তাদের স্বর্গনিবাসী পিতার মতো সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানায়। "দরিদ্রের জন্য কিছু করার ইচ্ছা" – এই বিষয়ের উপর পবিত্র বাইবেলে অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। (মথি ২৫; ৪০-৪৫, মথি ১১; ৫, মথি ১০; ৮)। পুরাতন নিয়মে দরিদ্রের জন্য ঈশ্বরের সহানুভূতি ও যত্ন একটি প্রধান বিষয়। এই বিষয়টি প্রভু যীশু খৃষ্টের বাণী ও শিক্ষা এবং আদি খৃষ্টমণ্ডলীর বিধবা, অনাথ এবং অচেনা মানুষদের উপর বিশেষ যত্নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। দরিদ্রের জন্য সেবা করা তাদের প্রতি একতাভাব পোষণ করার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। খৃষ্টীয় সামাজিক শিক্ষা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা যেন সর্বদা দরিদ্র ও দুর্বল মানুষদের বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করি। পোপ মহোদয় ষষ্ঠ পল প্রভু যীশুর বাণীর উপর ভিত্তি করে মানবীয় উন্নয়নের প্রতি খৃষ্টমণ্ডলীর মনোভাবের উপর বিশেষ জোর দেন এবং যেমন প্রভু যীশুর ধর্মপ্রচার বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের উপর ভিত্তি করে ছিল, তেমনি খৃষ্টমণ্ডলীর ধর্মপ্রচারের বিশেষ একটি দিক হওয়া উচিৎ দরিদ্র মানুষের প্রতি। (পোপ ষষ্ঠ পল) এই সমস্ত মানুষেরা তারাই যারা সামাজিক দিক থেকে বহির্ভূত। এটা একটা প্রক্রিয়া যার দ্বারা কিছু দল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কারণ তারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অসামর্থ্য, মারণ রোগ এই সবের জন্য তারা বহির্ভূত। সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়াই হল দারিদ্রতা। দরিদ্রদের জন্য কিছু স্বেচ্ছামূলক নয়। বরং এটা হল চূড়ান্ত কাজ এবং বিবেচনামূলক বিষয়, যা মূল্যবোধ তথা ইচ্ছার

প্রতিফলন এবং গভীর বিশ্বাস থেকে আসে। দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানো, দরিদ্রদের কাছে নিজেকে উপস্থিত করা, এই জগতটাকে দরিদ্রদের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করা, দরিদ্রদের সাথে কাজ করা, দরিদ্রদের পক্ষে সমর্থন করা – এ সব কিছুই খৃষ্টভক্ত মানুষের কাছে অতি প্রয়োজনীয়। "খৃষ্টমণ্ডলী যে কোন ভাবেই দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহুত"। (জন পল, আর এম ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০,)। দরিদ্রদের জন্য কিছু করা খৃষ্টীয় সেবামূলক কাজের একটি বিশেষ দিক যার সাক্ষ্য খৃষ্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য বহন করে থাকে।

৫। কর্মের মর্যাদা এবং কর্মচারীর অধিকারঃ

মণ্ডলী বিষয়ক পত্র "Leborem Exercens" বা মানবীয় কর্ম (১৯৮১) যাহা পোপ ত্রয়োদশ লিও এর "Rerum Rovarum" বা বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের অবস্থা- এই পত্রের ৯০ তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে, পোপ দ্বিতীয় জন পলের দ্বারা রচিত এই বিষয়ের উপর খৃষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়।

কর্ম মানবীয় মর্যাদার উৎস নয়, এটা একটি উপায় যার মাধ্যমে মানুষ তার জীবন ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটায় এবং উন্নীত করে। প্রতিটি মানুষ কাজের উপর অধিকার স্থাপন করে এবং তাই তাকে উৎপাদনের উপায় হিসেবে বা মানবীয় মূলধন দেখা উচিৎ নয়। কাজ এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে কর্মীদের মানবতার সেবা হয়, তাদের পারিবারিক জীবন সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং মানব সম্প্রদায়ের সাধারণ কল্যাণ যেন বর্ধিত হয়। এই তিনটিই হল কাজের উদ্দেশ্য। কর্মীদের সংগঠন তৈরি করার ও গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে যাতে তারা এই উদ্দেশ্যগুলি সফলতার সাথে অর্জন করতে পারে। (মানবীয় কাজের উপর পত্র "Laborem Exercens")।

এই পত্রে সাধু দ্বিতীয় জন পল পরিবর্তনের যুগে খৃষ্টমণ্ডলীর ভূমিকা প্রসঙ্গে এই বলেছেন;

- কর্মচারীদের মর্যাদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ
- মর্যাদার লঙ্ঘন সম্পূর্ণভাবে নিন্দনীয়
- মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং এইভাবে তার সার্বিক উন্নয়ন

এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিৎ কর্মচারীদের উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ, কর্মক্ষমতা, উৎপাদন ক্ষমতা, মুনাফা, ব্যাবসায়ের প্রতিযোগিতা এ সব নয়, যদিও এগুলি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন।

খৃষ্টমণ্ডলী মানুষের কাজ মানুষের মৌলিক অধিকারের মাধ্যমেই দেখে। প্রত্যেক মানুষেরই কাজ করার বাধ্যতা রয়েছে। এটা একটা দায়িত্ব এবং এই বাধ্যতা থাকার জন্যই কাজের সাথে সাথে অধিকারও যুক্ত হয়ে থাকে।

এইভাবে, সমস্ত কর্মচারীর উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অধিকার আছে। সমস্ত কর্মচারীর ন্যায্য বেতন পাওয়ার অধিকার আছে। পারিশ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে খৃষ্টমণ্ডলী এটাই ব্যক্ত করে;

- পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক
- পরিবার গড়ে তোলার জন্য মায়েদের বিশেষ ভাতা

- শিশুদের প্রতি মায়েদের উপযুক্ত ভালোবাসার জন্য মায়ের ভূমিকা ও মহিলাদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার আবার মূল্যায়ন

কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিশ্রাম পাওয়ার অধিকার, অবসরকালীন ভাতা, দুর্ঘটনা বীমা, সঠিক কর্ম পরিবেশ এই সমস্ত সামাজিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিৎ। কাজের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের উদ্ভাবনী কর্মের সাথে নিজের কাজ ভাগ করে নেয়। কাজের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বর সৃষ্ট জগত গড়ে তোলার জন্য আহুত। এটা আমাদেরকে ন্যায়, উদারতা ও শান্তির দ্বারা কাজ করতে অনুপ্রাণিত করা উচিৎ।

৬। <u>সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজঃ</u>

পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের ভাষায়, ‘’সার্বিক কল্যাণ সামাজিক শর্তগুলিরই সমষ্টি যা দলগত বা ব্যাক্তিগত ভাবে মানুষদের তাদের কার্যসাধনে সম্পূর্ণভাবে এবং সহজেই পৌঁছাতে সাহায্য করে। (Pacem in Terris 55)। এই কল্যণ হল সার্বিক, কারণ শুধুমাত্র দলগতভাবে একটি সম্প্রদায়ে এবং পৃথকভাবে ব্যাক্তিগতভাবে না থেকে এই কল্যাণ উপভোগ করা, এতে সফল হওয়া এবং এই কল্যাণের বিস্তার করা সম্ভব। সমস্ত মানুষ সার্বিক কল্যাণ মহত্তর বাস্তবে রূপায়িত করতে কাজ করার জন্য বাধ্য।

কখনো কখনো সার্বিক কল্যাণ সাধারণত জনগণের সার্বিক ইচ্ছা বা আগ্রহ ভেবে ভূল করা হয়। কিন্তু সাধু দ্বিতীয় জন পলের ভাষায়, “সার্বিক কল্যাণ শুধু নির্দিষ্ট আগ্রহ বা ইচ্ছার সমষ্টি নয়, বরং এটা মূল্যবোধের সামঞ্জস্য শ্রেণীগত বিভাগের উপর ভিত্তি করে যারা আগ্রহী তাদের মূল্যায়ন ও সমুদায় করা; পরিশেষে, এটা মানুষের মর্যাদা এবং অধিকারের সঠিক বোঝাপড়া দাবী করে”। (Centesimus Annus 47)। অন্য কথায়, সার্বিক কল্যাণ এটাই নয় যা মানুষ চায়, কিন্তু যা মানুষের কল্যাণ এনে দেয়, সামাজিক শর্তগুলি যা মানবীয় সমৃদ্ধি সক্ষম করে।

মানবীয় সমৃদ্ধির অনেকগুলি দিক আছে কারণ মানুষের বিভিন্ন ধরণের দিক রয়েছে। মানবীয় পূর্ণতার শারীরিক দিক রয়েছে যা স্বাস্থ্য, মনস্তাত্বিক দিক রয়েছে যা কল্যাণ সাধন। যদি কোন দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল, পুষ্টিকর খাদ্য এবং দুষণ মুক্ত পরিবেশ না থাকে মানুষ তার সম্পূর্ণ ক্ষমতার প্রকাশ করতে সফল হবে না। এর সাথে সাথে, মানবীয় সমৃদ্ধির একটি বুদ্ধিগত দিক রয়েছে যা সঠিক শিক্ষার সুবিধার মাধ্যমে সাহায্য করা যেতে অথবা পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাবে রোধ হতে পারে। সবশেষে, আমাদের প্রত্যেকেরই একটি নৈতিক দিক আছে যা আমাদের অসৎ গুণগুলি প্রয়োগের ফলে ও সৎ গুণগুলি সাধনের অভাবে বিপথে পরিচালিত হয়। এই সব গুলিই সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজন। যে কোন একটি গুণ যদি হারিয়ে যায় তাহলে তা সম্পূর্ণতাকে বাধা দিতে পারে।

যাই হোক, সার্বিক কল্যাণ যা গুরুত্বপূর্ণ, তা কিন্তু মহত্তর কল্যাণ নয়। প্রতিটি মানুষের চরম পূর্ণতা কেবলমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন, কিন্তু সার্বিক কল্যাণ দলগত ও ব্যাক্তিগত ভাবে সবাইকে এই চরম কল্যাণে পৌঁছোতে সাহায্য করে। সুতরাং, যদি সামাজিক শর্তগুলি এমন যে, মানুষ ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালবাসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সার্বিক কল্যাণ উপলব্ধি করা যায় না।

৭। <u>প্রভুর সৃষ্টির প্রতি যত্নঃ</u>

প্রভুর সৃষ্টির উপর নায়েবী রক্ষা করে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। পৃথিবীর প্রতি যত্ন কখনোই পৃথিবী দিবসের গতে ধরাবুলি হতে পারে না। এর জন্য আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাসের বিশেষ ভূমিকা আছে। আমরা এই গ্রহ ও তার নিবাসীদের রক্ষা করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। প্রভুর বিশ্বাসে জীবন যাপন করার অর্থ তার সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। এই পরিবেশগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি মৌলিক নৈতিক এবং নীতিশাস্ত্রগত মাত্রা রয়েছে যা অগ্রাহ্য করা যাবে না। পৃথিবীর যত্ন সংক্রান্ত উদ্যম, আমাদের পরিবেশ রক্ষা এবং প্রতিপালন এসব কখনই বিশুদ্ধ সামাজিক বিকাশগত কাজ নয়, কিন্তু তারা মৌলিক অর্থে প্রকৃতিগতভাবে মানুষের ভালোর জন্য ধর্মের উদ্দেশে প্রেরিত প্রতিষ্ঠান। কারণ এটা খৃষ্টের পুনরুত্থানের কাজের একটি অপরিহার্য অংশ।

ক্যাথলিক সামাজিক চিন্তাধারা পরিষ্কারভাবে পরিবেশগত এবং বাস্তু সংক্রান্ত বিষয়ে ইদানিং কালে বর্ণনা দিয়েছে। এটা দ্বিতীয় ভ্যাটিকান মহাসভার সময় থেকে অন্তর্নিহিতভাবে পরিবেশগত বিষয়ে ক্রমবর্ধমান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের, সরকারের এবং আপামর জনসাধারণের বর্তমানকালের পরিবেশগত মূল্য হ্রাসের ঐকান্তিক বর্ধিষ্ণু সচেতনতা রয়েছে।

পরিবেশগত সামাজিক শিক্ষার ব্যাপারে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কিছু নীতিঃ

- এই নিখিল সৃষ্টির একটি বিশ্বাস রয়েছে যা সবসময় সম্মানপ্রসুত। এই নীতি একদিকে যেমন মানবজাতির ক্রিয়াকলাপ যথাস্থানে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যদিকে এই পৃথিবীর ব্যাবহারকে সশ্রদ্ধ এবং যত্ন পরায়ণতার দিকে পরিচালিত করে।
- একজন মানব ব্যাক্তি এই সৃষ্টির অন্দরে একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক স্থান অধিকার করে।
- পরিবেশের তাৎক্ষণিক প্রয়োগের সঙ্গে অন্য নৈতিক নীতি এমন যে, একজন মানব ব্যাক্তির হস্তান্তরের অসাধ্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা। এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থার উন্নততর অবস্থাই হল যে কোন প্রসিদ্ধ অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং বৈজ্ঞানিক নিয়োগ বৃদ্ধির চূড়ান্ত নীতি সম্পর্কিত নির্দেশবলীর আদর্শ নমুনা। (W.D.F. 1990, No.7)
- এই পৃথিবীর পণ্য এবং যা মানবজাতির ক্রিয়াকলাপের দ্বারা উৎপাদিত তা কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য নয়, বরং মানবজাতির কল্যাণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত।

সামাজিক শিক্ষার এই সকল মৌলিক নীতির সরাসরি ফলাফল পরিবেশের প্রতি যত্ন নেওয়া হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছে।

আমরা যদি বর্তমান সময়ের পরিবেশগত সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে কেবলমাত্র মানব ব্যাক্তিকেই সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের মধ্যে এই ঘটনার জন্য ধার্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির কর্মের জন্য যা অবশ্যই তা নিজেদের পরস্পরের এবং পৃথিবীর এবং যারা এর মধ্যে এবং উপরে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান তাদের মঙ্গলার্থে মানব ব্যাক্তি নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ।

দায়িত্ব পরায়ণতার ধারণাকে অধিকার এবং কর্তব্য এই দুই রূপে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। প্রত্যেকের এবং সকলের একটি বিপদমুক্ত পরিবেশপ্রাপ্তির মৌলিক অধিকার আছে। একক, দল, সমাজ এবং জাতির এই অধিকারকে রক্ষা করার কর্তব্য রয়েছে। যা সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইনগত রাস্তা দ্বারা ভাবমূর্তি খুঁজে বের করে এবং যা এই পর্যবেক্ষণকে নিরাপদে রাখে সেইরকম পরিকাঠামো স্থাপন করা।

প্রভুর সৃষ্টিকে সংরক্ষিত রাখার এবং উন্নতমানের পরিবেশ তৈরি ও রক্ষা করার জন্য মণ্ডলীর একটি মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে। নৈতিক এবং ন্যায় অন্যায় বিচার বিষয়ক সংশ্লেষণ যে পথে আমরা মানব পরিবারের অন্য সদস্যদের এবং প্রভুর অন্য সকল সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, বিশ্বাসীদের সেই শিক্ষা বিষয়ক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

মণ্ডলীর প্রয়োজন পিতামাতার মৌলিক দায়িত্ববোধ তুলে ধরা যা তাদের সন্তানদের পরস্পরকে এবং পরিবেশকে সম্মান প্রদান করার শিক্ষাদান করে, এবং আমাদের সকলকে এর শিক্ষা নিতে হবে কিভাবে সম্মানের সাথে পরিবেশের সম্মুখীন হওয়া যায়। সৌন্দর্যের চেতনাবোধ সম্প্রসারিত করা যায়। প্রভুর আশ্চর্য সৃষ্টিকে নিবিষ্টভাবে অবলোকন করা যায় এবং যখন ধ্বংস হয় তখন তাহা পুনঃ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়, এবং প্রভুর সৃষ্টির জন্য যে উদ্দেশ্য তাহার রহস্যকে উদযাপন করা যায়।

দ্বিতীয় পর্বঃ আলো এবং আঁধার পরিস্থিতি

২, ১;   আলো পরিস্থতি

২০০১ সালের জন গণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের এক লক্ষ কোটি অধিক জনসংখ্যার মধ্যে ২৪০ লক্ষ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী, যাহা সমগ্র ভারতীয় জনসংখ্যার ২.৪ শতাংশ মাত্র। ক্যাথলিক মণ্ডলীর জনসংখ্যা ইহার মধ্যে ১.৫ শতাংশের বেশী হওয়া অসম্ভব। তথাপি ইহার সহযোগিতা তার দেশ এবং সমগ্র জাতির প্রতি পরিষ্কার ভাবে তাহার সংখ্যার বিচারে অনেক বেসি। ভারতবর্ষে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপস্থিথির ফলস্বরূপ অনেক গভীর এবং বিস্তৃত প্রভাব রয়েছে।

ভারতে খৃষ্টমণ্ডলীর পালকীয় কর্মের তিন্তি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশে স্থাপিত কল্যাণমূলক কাজ।

- কলকাতার খৃষ্টমণ্ডলী বিশেষত শহর এলাকার তার নাগরিকদের সেবাপ্রদান করেছে তার অতুলনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের গতানুগতিক বিদ্যালয়ভুক্ত শিক্ষা নিয়েই ব্যস্ত নয়, বরং তা দরিদ্রের কাছে পৌঁছেছে তাদের বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজের দ্বারা।
- মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অগণিত সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা রয়েছে যেগুলি মহাধর্মপ্রদেশে নিযুক্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ ও মহিলা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসী দ্বারা পরিচালিত হয়। (বিশদ বিবরণের জন্য কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের পরিচালন গ্রন্থ অনুসরণ করুন, P.P. 121-131)।
- সমাজকল্যাণমূলক কর্মের বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নানা সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হয়েছেন।
- ‘সেবা’- দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতমের প্রতি হল সেবার আদর্শ।

- মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ধার্মিক পুরুষ ও মহিলাগণ দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষের জন্য কাজ করেন এবং তাদের কর্মের দ্বারা কলকাতা খুব বিখ্যাত হয়েছে।
- প্রয়োজনীয়তা প্রসূত উন্নতির আদর্শ এই মহাধর্মপ্রদেশের অন্য সামাজিক উন্নতির সম্প্রদায়ের কর্ম।
- অধিকার প্রসূত আদর্শ হল উদয়নীর খ্যাতি যা জেসুইট এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত।
- বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই সমাজসেবা মূলক কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত।
- আমাদের কর্ম প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ ক্যাথলিক – জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং ভাষা নির্বিশেষে জনসাধারণের কাছে পৌঁছেছে।
- একটি ভালো পরিকাঠামো তৃণমূল পর্যায়ে বিদ্যমান থাকে।
- প্রচুর আন্তর্জাতিক বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ খৃষ্টমণ্ডলীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহায়তা দান করেন এবং এইসকল প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ মানুষের মনে অতিশয় উচ্চমাত্রার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছেন।
- ক্যাথলিক মণ্ডলী সামাজিক প্রতিকূলতার জন্য এবং তা সঠিকরূপে রূপান্তরের জন্য সামাজিক কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করার সচেতনতা অর্জন করছে।
- অনেক শিক্ষামূলক এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিশেষভাবে গরীবদের জন্য যেখানে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে।
- দূরবর্তী স্থানের মানুষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য এবং চিকিৎসার দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ভ্রাম্যমান দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে।
- মহাধর্মপ্রদেশের বালক বালিকাদের জন্য বিভিন্ন হোস্টেল চালানো হয়।
- আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত সড়কবাসী শিশুদের জন্য সমস্ত লরেটো বিদ্যালয়ের তরফ থেকে ‘রেনবো’ নামে একটি কর্মসূচী চালানো হয়। এই শিশুরা যারা বিপদগ্রস্ত ছিল তারা সুরক্ষিত, প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হয়েছে।
- সড়কবাসী শিশুদের জন্য সালেসিয়ান, এস ডি পি এস, অ্যাডরারস এর তরফ থেকে বিবিধ কর্মসূচী পরিচালিত হয়।
- অ্যাডরারস এর সিস্টারগণের যৌনপল্লীর শিশুদের নিয়ে কাজ খুবই প্রশংসনীয়।
- কারাবাসীদের যাজকসেবা সালেসিয়ানদের এবং মহাধর্মপ্রদেশের দ্বারা এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। মহাধর্মপ্রদেশের একটি অংশ কারাবাসীদের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়েছে।
- স্বনির্ভর কিছু গোষ্ঠী বিশেষভাবে গ্রাম্য পরিবেশে প্রচুর মহিলাদের এবং পরিবারগুলিকে সাহায্য করছে।
- বিদ্যালয় এবং উচ্চবিদ্যালয়গুলি নিয়মিতভাবে বাহ্যিক কর্মসূচী পরিচালন ও সংগঠিত করে।
- বাংলার ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশন নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বাস্থ্যশিবির বা চিকিৎসাশিবির আয়োজন করা হয়।
- এবং এখন সেবামূলক বা গবেষণামূলক বিষয়ে শারীরিক অঙ্গদান এবং মৃত্যুর পরে নিজের শরীর দান করার উদ্যোগ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে লক্ষণীয়।

২,২; আঁধার পরিস্থিতিঃ

- খৃষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ক দ্বিতীয় ভ্যাটিকান মহাসভার নথি এবং খৃষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য নথি বহু খৃষ্টভক্ত এবং আশ্চর্যজনকভাবে বহু পুরোহিতের জানা নেই।
- খৃষ্টমণ্ডলী এখন অবধি যাজক কেন্দ্রিক রয়েছে এবং বিশ্বাসীগণ সম্পূর্ণভাবে খৃষ্টমণ্ডলীর যাজকদের উপর নির্ভরশীল এবং বিশ্বাসীগণ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর বিষয়ে নিয়মিতভাবে সাক্ষাতপূর্বক আলোচনার জন্য প্রস্তুত নয়।
- পানীয় জলে আর্সেনিকের সংক্রমণ এবং উত্তর চব্বিশ পরগণার ভূগর্ভস্থ জল যা চাষের জন্য ব্যবহৃত হয় তাতে আর্সেনিকের সংক্রমণ খাদ্য প্রক্রিয়াকে দূষিত করছে।
- চাষের কাজে রাসায়নিক এবং কীটনাশক ব্যবহার করা মাটির জন্য এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- বিপুল পরিমাণে দ্রুত শহরের সংখ্যা বাড়ার জন্য গাছ কাটার ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যতা লঙ্ঘিত হচ্ছে।
- উত্তর চব্বিশ পরগণা বন্যাপ্রবণ এলাকা হওয়ায় দ্রুত শস্য ও সম্পত্তির ধ্বংসের কারণে বিশ্বাসী জনসাধারণকে অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করতে হয়।
- পরিবেশগত বিষয়ে খৃষ্টমণ্ডলী গতানুগতিকভাবে অজ্ঞাত।
- আমরা আমাদের সামাজিক কর্মে সঠিক পদক্ষেপ নিতে ভীত।
- সরকারের সঙ্গে এবং সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই না।
- মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান সকল গরীবদের প্রতি সংবেদনশীল নয়।
- মহাধর্মপ্রদেশের বিদ্যালয়গুলি বিচারবিভাগীয় এবং আধিকারিক বিষয়ে সংবেদনশীল নয়।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে যাজক এবং ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সাধারণ কর্মচারীরা শোষিত হচ্ছে।
- আমাদের জনসাধারণের জন্য বাসস্থানের ঘাটতি রয়েছে।
- ক্যাথলিক শিক্ষক, শিক্ষিকা গণ আমাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরী পাচ্ছেন না।

তৃতীয় ভাগঃ লক্ষ্য নির্ধারণ

- ধর্মপ্রচারকারী শিষ্যদের একটি মঙ্গলসমাচার প্রচারের সম্প্রদায় তৈরী করা, যা সমাজে তার ভূমিকার আত্মপরীক্ষা করে, এর মাধ্যমে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়
- এই সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র তার সদস্যদের জীবন সংগ্রামেই নয়, তার প্রতিবেশী মানুষদেরও জীবন সংগ্রামে নিজেকে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করা এবং এইভাবে তাদের জীবনে পরিবর্তন এবং আনন্দ প্রদান করা
- আমরা সেই খৃষ্টমণ্ডলীর বিবেচনা করতে পারি যা হবে সত্যিই মানুষের খৃষ্টমণ্ডলী; যে খৃষ্টমণ্ডলী ক্রুশবিদ্ধ বা যন্ত্রণাদায়ক মানুষের সাথে নিজেকে যুক্ত করবে।
- নিজেকে ব্যক্ত করা এবং অন্যদের সেবায় নিজেকে যুক্ত করার পাশাপাশি খৃষ্টমণ্ডলীর পালকীয় কাজ পরিষ্কারভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে সামাজিক ন্যায়, মানবীয় ক্ষমতা প্রদান, সমভাব এবং দরিদ্র মানুষগণ বিশেষভাবে যারা সামাজিক বঞ্চনায় জর্জরিত তাদের সাথে এক হওয়ার মনোভাব – এসবই বহন করবে।

- এই সম্প্রদায় কোন কার্যক্রমের বিচার এবং গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মানুষকেই সহায়তা কেন্দ্র করবে; যাতে এগুলি মানুষকে সরাসরিভাবে অনুগ্রহ দান করবে, তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করবে এবং জীবনবৃদ্ধির জন্য প্রদান করবে।

চতুর্থ ভাগঃ কর্ম পরিকল্পনা

যদি খৃষ্টমণ্ডলীর কাছে দরিদ্রের জন্য গুরুতব- সংক্রান্ত প্রেম একটি মৌলিক মনোনয়ন হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে একবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশে আমাদের কাছে তা কি অর্থ প্রকাশ করে।

- প্রতিটি ধর্মপল্লীর খৃষ্টভক্তদের সমাজে সামাজিক বাধাদায়ক উপায়ের ব্যাপারে অবাহিত করা
- যে সমস্ত পরিবার মৌলিক মানবীয় আমোদপ্রমোদ অর্থাৎ নিবাসন, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধা এই সবের অভাবে ভুগছে সেই সমস্ত পরিবারে তত্বাবধান করা এবং এরপর উন্নয়নমূলক উপায় প্রয়োগ করা
- প্রতিটি ধর্মপল্লীতে ন্যায়, শান্তি এবং উন্নয়নের কক্ষ শুরু করা যা ডিনারীর ন্যায় শান্তি উন্নয়নমূলক সংস্থার সাথে এবং ঘটনাক্রমে কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক উন্নয়নমূলক কেন্দ্র সেবাকেন্দ্র কলকাতার সাথে সমন্বয় সাধন করবে
- বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থানের জন্য কর্ম সংস্থান দপ্তর
- সরকারী বেতন প্রণালী আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োগ
- নাগরিকদের বিশেষভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্বের উপর জোর দিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান
- প্রতিটি ধর্মপল্লীতে ঘরোয়া কর্মচারীদের কক্ষগুলির প্রতি বিশেষ যত্ন
- নারী বা শিশুকন্যা অধিকারগুলির দ্বারা লিঙ্গ সমতা উন্নীত করা
- ধর্মপ্রাদেশীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণগুলিকে বিদ্যালয় ছুটি হবার পরে দরিদ্রদের সেবামূলক কাজের উপযোগী করে তোলা
- পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের আবাসনের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া
- সামাজিক উন্নয়ন মধ্যস্থতার জন্য খৃষ্টভক্তদের প্রতি বিশেষ যত্ন অবশ্যই প্রয়োজন – দলগতভাবে বাইবেলের উপর সংক্ষিপ্ত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে; এটা করার উদ্দেশ্য এই যে, এর মাধ্যমে খৃষ্টভক্তরা বিশ্বাস ও ন্যায়ের উপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে ডিনারীর বিভিন্ন জায়গায় তা প্রয়োগ করতে পারবে। এই শিক্ষা এক পরিবর্তনের পথে পরিচালিত করবে যে পরিবর্তন অর্থ, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ এবং ধর্মপল্লীর সহায়তার দ্বারা আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে যাবে।
- আমরা যা কিছুই খৃষ্টমণ্ডলীতে করি না কেন, আমাদের প্রাথমিকভাবে বাইবেল ও ঐশতত্তের উপর ভিত্তি খুবই প্রয়োজন, কিন্তু এটা তখনই হয় যখন আমরা আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিই যা পরিত্রাণের সাথে জড়িত যার অর্থ সম্পূর্ণ। এই নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য হল, সামাজিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এক মিলন বন্ধন স্থাপন করা যার কেন্দ্রে রয়েছে ন্যায়। সামাজিক উন্নয়ন সমাজ সেবা নয়, বরং এটা উন্নয়নের নৈতিক দিকগুলির উপর বিশেষ জোর দেয় এবং উন্নয়নের পথে যে সব বিষয় বাধা সৃষ্টি করে

সেগুলি খুঁজে বের করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দরিদ্রদের জন্য কিছু করা – এর জন্য পরিবর্তনের আহ্বান জানায়।

পঞ্চম ভাগঃ আলোচনার জন্য কিছু প্রশ্ন

১। "আমি সেই খৃষ্টমন্ডলী পছন্দ করি যা চূর্ণবিচূর্ণ, আহত এবং অপরিষ্কার কারণ এই মন্ডলী বাইরে পথের ওপর রয়েছে, আর সেই খৃষ্টমন্ডলী নয়, যা বদ্ধভাবে স্বাস্থ্যকর এবং যা নিজের সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ"। (Evangelli Gaudium, 49)

প্রশ্নঃ এই কথাগুলির মাধ্যমে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস আপনাদের ধর্মপল্লীর প্রতি কি ব্যক্ত করেন?

২। ধর্মপল্লী, খৃষ্টভক্তগণ, ধর্মীয় নরনারীগণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে সামাজিক মূল্যায়নে নিজেদেরকে যুক্ত করবে?

৩। গৃহহীনতা(উদাহরণ)

কোন দর্শনার্থীই কলকাতার গৃহহীন মানুষদের শোচনীয় অবস্থা এড়িয়ে যেতে পারে না যারা জোর করে বাসস্ট্যান্ড বা রেলগাড়ির প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নেয়, প্লাস্টিক কাগজের উপর বা খোলা আকাশের নিচে আবহাওয়ার কথা না ভেবে, উৎপীড়ন, শারীরিক নির্যাতন, উচ্ছেদের ভয় বা স্থান পরিবর্তনের ভয়ে সবসময় চিন্তিত। ২০১১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী, ৭০,০০০ গৃহহীন মানুষ কলকাতায় রয়েছে, কিন্তু এত সংখ্যা হওয়ার পরে ও রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থার কাছে তারা অদৃশ্য।

প্রশ্নঃ কলকাতায় এই সমস্ত মানুষদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয় কিভাবে রাত্রির আবাস এবং রাত্রির আহার তাদেরকে সরবরাহ করতে পারে? একটি ছোট দল কি এক ফলপ্রদ আন্দোলন শুরু করবে এবং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য মনোনীত পৌরসভার সদস্যদের সাথে দেখা করবে? এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমরা কিভাবে জনগণকে সচেতন করে তুলব?

৪। লুক রচিত মঙ্গলসমাচার ৪ অধ্যায় ১৮-৩০ পদে প্রভু যীশুর পালকীয় কাজের সম্বন্ধে পড়ুন এবং কিছু বাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে কিভাবে প্রভু যীশুর স্বপ্ন আপনাদের ধর্মপল্লীতে বাস্তবায়িত করবেন?

৫। আমরা সবাই আমাদের সমাজে দুর্নীতির প্রতি ঘৃণ্যবোধ পোষণ করি। এই ব্যাপারে আপনারা কি করতে পারেন?

৬। ভারত সরকারের বিভিন্নভাবে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য তথ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার রয়েছে। আপনাদের ধর্মপল্লী কি বেসরকারী সংস্থার অংশ হয়ে আপনাদের এলাকায় এই অধিকারগুলি উন্নীত করতে পারবে?

৭। আপনাদের ধর্মপল্লী সীমানার মধ্যে কি কোন সংশোধনাগার রয়েছে? যদি থাকে, তাহলে আপনারা কি মহাধর্মপ্রদেশের সংশোধনাগার কাজের অংশীদার হতে পারেন?

৮। খৃষ্টীয় সামাজিক শিক্ষা ভালোভাবে জানার জন্য আর কি কি বাহ্যিক সহায়তা আপনাদের প্রয়োজন? সামাজিক মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণ? কর্ম পরিকল্পনা? ধর্মপল্লীগুলিতে পরিদর্শন? অন্য কিছু?

৯। খ্রীষ্টভক্ত হয়ে আমাদের উচিৎ ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির প্রতি যত্ন নেওয়া। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর পরিণতি এড়ানোর জন্য অত্যাবশ্যক কাজের প্রয়োজন।

১০। তিনটি উপায়ে আমরা পরিবেশ যত্নের জন্য কর্ম পরিচালনা করতে পারি তার সম্বন্ধে আলোচনা –

১১। তিনটি উপায়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারি তার সম্বন্ধে আলোচনা –

উপসংহারঃ

খৃষ্টমন্ডলী তার গরীবদের প্রতি সেবামূলক কাজের দ্বারা দলের সাথে এবং এককের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করে বা তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। সম্পূর্ণরূপে মানুষের উন্নতির পথ দেখিয়ে এবং প্রতিটি নাগরিকের সার্বিক অধিকারকে উন্নীত করে এবং সম্পূর্ণরূপে সমাজের কল্যাণের জন্য সুসমাচার প্রচার করে। কলকাতার খৃষ্টমন্ডলী কোটি লক্ষাধিক জনস্রোতের মধ্যে যাদের ভেতর বেশীরভাগ দরিদ্র যদিও অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তবুও তাদের যীশুর মানবজাতির মুক্তির উদ্দেশ্যকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করে আসছে। যদি যীশুর সুসমাচার কলকাতাবাসীদের প্রভাবিত করে তাহলে তাকে অন্যসকল সদচিন্তাধারার মানুষের সাথে কাজ করতে হবে যারা মনুষ্যত্বের সেবা করতে ইচ্ছুক। এইরকম কাজের মাধ্যমে আমরা জীবনের সকল মাত্রায় এবং সকল ধাপে আরও উন্নতমানের এবং বাধাবিঘ্নহীন ‘মানব জীবনের মঙ্গলসমাচার’ প্রচার করি। খৃষ্টবিশ্বাসী বা খৃষ্টধর্মাবলম্বী মানুষ জীবনকে এবং প্রভুকে ইতিবাচক ভাবে অনুসরণ করে যে প্রভু জীবিত বা পুনরুত্থিত, কারণ প্রভু বলেছেন, “আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায় আর তা পুরপুরি ভাবেই পায়”। এই সমস্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সামাজিক উন্নয়নের উপর মহাধর্মপ্রদেশের পালকীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

সমাপ্তিসূচক প্রার্থনাঃ

সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি প্রার্থনা;

আমি ছিলাম পাপে ভারাক্রান্ত

এবং তুমি নির্লিপ্ত ভাবে শ্রবণ করেছিলে

আমি কারাগারে বন্দী ও বদ্ধপরিকর ছিলাম

এবং তুমি আমাকে দেখতে এসেছিলে ও কেঁদে ফেলেছিলে

আমি নেশা ও ঘৃণ্য ব্যাবহারে ডুবে ছিলাম

এবং তুমি আমাকে সঠিক বিবেচনার জন্য শক্তিদান করেছিলে

আমি খারাপ সম্পর্কে জড়িয়ে পরেছিলাম

এবং তুমি যত্নপরায়ণ বন্ধুদের মাধ্যমে আমাকে বেঁধে রেখেছিলে

আমি হতাশায় পরিপূর্ণ ছিলাম

এবং তুমি আরোগ্য সংস্থানরূপে আমার কাছে এসেছিলে

আমি ক্রোধ ও একাকীত্ব বোধ করেছিলাম

এবং তুমি তোমার অফুরন্ত প্রেমে আমায় ভরিয়ে দিয়েছিলে

"আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ"।(ইসাইয়া ৬১; ১-২, মথি ২৫; ৩৫-৩৬, ৪০)

মা মারীয়া, দুঃখীজনের মাতা, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে তোমার পুত্রের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। আমেন।